"মিষ্টি বাচ্চারা - শুধুমাত্র দুটো শব্দ স্মরণ করো - আমরা হলাম সদ্গুরুর পৌত্র যারা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি"

*প্রশ্নঃ - আরোহণে চাখবে বৈকুন্ঠ (স্বর্গ) রস.... এই গায়ন বাচ্চারা তোমাদের জন্যই প্রযোজ্য, অন্য কারো জন্য নয় কেন?

*উত্তরঃ - কেননা তোমাদের সামনে অত্যন্ত উচ্চ গন্তব্য (লক্ষ্য) রয়েছে। তোমরা বাবার কাছে পরমধাম ঘরে চলে যাও, তারপর নতুন দুনিয়াতে আসো। অন্য কারো জন্যই এই গায়ন হতে পারে না। যদিও তাদের মধ্যে (ভক্তি মার্গে) কাঁচা বা পাক্কা নম্বরানুসারে হয় তথাপি ওদের সামনে কোনো গন্তব্য নেই। ওরা বৈকুন্ঠ রস সম্পর্কে জানেই না। তোমরা বাচ্চারাই বলো এখন আমাদের ঐ পথে চলতে হবে যেখানে পড়ে যাওয়াও আছে আবার নিজেকে সামলে নেওয়াও আছে।

*গীতঃ- আমাদের সেই পথে চলতে হবে....

ওম্ শান্তি । যখন গান বাজে তখন বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমাদের জন্য এই গানের ভিতরেও জ্ঞান আছে। অজ্ঞানী মানুষ এ বিষয়ে অজ্ঞাত। জ্ঞানী আত্মাদের জন্যই জ্ঞান। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে অবশ্যই মায়ার তুফান এসে ফেলে দেয় (পতিত করে তোলে) তারপর ভগবান পিতা এসে তোমাদের ওঠান অর্থাৎ পতিতদের জ্ঞানের সঞ্জীবনী ভেষজ দিয়ে থাকেন। কেউ কাম বিকারের তুফানে এসে পড়ে যায়, তারপর ক্রোধের তুফান এলেও তখন পড়ে যায়। এখানে পতন আর আরোহণ চলতেই থাকে। আরোহণ চাখতে পারবে বৈকুন্ঠ রস.... এখন এই গান তোমরা ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। সন্ন্যাসীদের জন্যেও নয়। যদিও ওদের মধ্যেও কাঁচা (পরিপক্ক নয়) সন্ন্যাসী আছে কিন্তু ওদের কোনো লক্ষ্য নেই। তোমাদের লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চ। ওরা শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে বিদ্বান হয়। এছাড়া রাজত্ব ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য কোনো লক্ষ্য নেই , এখানে মঞ্জিল অনেক উঁচু। বাচ্চারা জানে অসীম জগতের পিতা এসে পড়াচ্ছেন। মাম্মাও পড়াতেন এরপর বাচ্চারাও পড়াচ্ছে। তোমরা হলে দাদার পৌত্র। অমৃতসরে দাদার পৌত্ররা একসাথে হলে তাদের দেখিয়ে বলা হয় এ হলো সপ্তম প্রজন্মের (জেনারেশন), এ দ্বিতীয় প্রজন্মের। তোমরা জানো সত্যযুগে দেবতাদের বংশধররা থাকে। সেখানেও প্রথম প্রজন্ম, দ্বিতীয় প্রজন্ম..... থাকবে। এখানে তোমাদের প্রজন্ম নেই। এক দাদা, এক বাবা, এক মাম্মা আর পুত্র-কন্যারা। ব্যস্, দাদা আর পৌত্ররা ছাড়া আর কিছু নেই। এটা মনে করা তো খুব সহজ। আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। ব্রহ্মা হলেন আমাদের পিতা। দাদা হলেন শিব। ওঁনার কাছ থেকেই সম্পদ পাওয়া যায়। কত সহজ কথা। আমরা দাদার নাতি, নাতনিরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ব্রহ্মা শিবের একমাত্র সন্তান। এমনটা বলবে না যে আমরা বিষ্ণু কুমারী অথবা শঙ্কর কুমারী। প্রজাপিতা এক ব্রহ্মাকেই বলা হয়। বাবা কত সহজ করে বোঝান , ব্রহ্মাকুমার- কুমারী। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়েছ শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। শিববাবা বলেন এইভাবেই কাউকে-কাউকে বোঝাও। স্মরণ শিববাবাকেই করতে হবে, যাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। অন্য কাউকে স্মরণ করলে নরকের বর্সা পাবে - এটাও বোঝার বিষয়। বর্সা বাবার কাছে নয়, দাদার কাছে পাওয়া যায়।

স্বর্গের রচয়িতা জ্ঞান দাতা হলেন তিনি। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা শোনান, এই ব্রহ্মাও তখন শোনেন। ব্রহ্মারও প্রথম কন্যা সরস্বতীর গায়ন আছে। ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী জগত অম্বার কত মহিমা গাওয়া হয়। তিনি ব্রহ্মার চাইতেও অধিক বর্সা প্রাপ্ত করেছেন সেইজন্যই প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ বলা হয়। তোমরা জানো আমরা জগত অম্বা আর জগত পিতার বাচ্চা, তবে কেন দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেব না! আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা দাদার পৌত্র-পৌত্রী ব্যস্। দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রজন্ম নই, নাতি বা পৌত্র কিছুই নই। দাদাকে কে না স্মরণ করবে? তোমরা জানো আমরা যত স্মরণ করব ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা যে কাউকে বোঝাতে পার শিব পরমপিতা পরমাত্মা স্বর্গের রচয়িতা। বরাবরই তিনি ব্রহ্মা দ্বারা রচনা করেন, তারপর ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের ব্রহ্মা দ্বারা বলেন আমাকে আর বর্সা (স্বর্গ)কে স্মরণ করো। দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও। বলা হয় না যে - আমি মরে গেলে এই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত । আত্মা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলে আর কিছুই থাকে না। দেহ বোধ শেষ হয়ে যায়। আমরা বাবার কাছে এসেছি, এরপর আমরা সুন্দর হয়ে উঠব। এখন শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছি। শ্যাম আর সুন্দর হওয়ার জন্য এই নাটক। আত্মা পিওর (পবিত্র) আর সুন্দর হয়ে ওঠে। এখন তোমাদের আত্মা আইরন এজড় হয়ে গেছে, সুতরাং শরীরও তেমনই হয়ে গেছে। সত্যযুগে তোমরা

সুন্দর ছিলে। একজন সুন্দর মুসাফির (পথিক) আসেন সুন্দর করে তোলার জন্য। ওঁনার আত্মা তো সবসময়ই সুন্দর। কখনও তাঁর মধ্যে খাদ পড়ে না কেননা তিনি জনম-মরণে আসেন না। কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। এরপরেও এমন দাদাকে ভুলে গিয়ে বিচ্ছেদ করে দেয় সেইজন্যই বাবা বলেন মহান থেকে মহান মুর্খ আর সেয়ানা থেকে সেয়ানা দেখতে হলে এখানে দেখ। মুর্খও এমনই আছে যে অতি সহজ দুটো কথাও বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে হবে - আমরা আত্মা, এবং উনি নিরাকার পরমাত্মা আমাদের দাদা। এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সুপ্রসিদ্ধ। ওনার দ্বারাই শিববাবা উত্তরাধিকার প্রদান করেন। ব্রহ্মাকে ত্যাগ করলে, দাদাকে ত্যাগ করলে বর্সা শেষ হয়ে যাবে (পাওয়া যাবে না)। বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর সূক্ষ্মলোকের নিবাসী। ওদের মধ্যে ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। সূক্ষ্মলোকে তো মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা যায় না। শঙ্কর বা বিষ্ণুকে প্রজাপিতা বলা যায় না। প্রজাদের পিতা তো অবশ্যই এখানেই হবে। ব্রহ্মার মুখ কমল দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করো - তোমরা কার বংশধর? এটা শুধুমাত্র তাদের গায়ন কারণ তারা বাস্তবে তা নয়।

এখন তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন সেটাও করবেন সঙ্গম যুগে। সঙ্গম যুগে অবশ্যই ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। কলিযুগের অন্তিমে হয় শুদ্র। তোমরা বাচ্চাদের কত ভালোভাবে বোঝান হয়। শ্রীমত তো সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীমত ভগবত গীতা। ভগবান গীতা থেকে তোমরা কি শুনছ? শ্রী শ্রী এই জ্ঞান প্রদান করেন, এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর করে তোলেন। এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বি.কে হয়েছ। তোমরা বলেও থাকো - বাপদাদা, আমরা কল্প পূর্বেও তোমার সাথে মিলিত হয়েছিলাম। আমরা দাদার কাছে নিজেদের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি। আচ্ছা, ঐ উত্তরাধিকার নিয়ে তোমরা কি হয়েছিলে - সূর্যবংশী না চন্দ্রবংশী? শ্রী নারায়ণকে বরণ করেছিলে নাকি শ্রী রামকে বরণ করেছিলে? উত্তরে বলে - বাবা, আমরা তো শ্রী নারায়ণকে বরণ করব। কিন্তু তারপরেও ভুলে যাও, যিনি এতো যোগ্য করে তুলছেন তাঁকেই তোমরা ভুলে যাও। দাদা ও বাবাকে কেউ যেন না ভুলে যায়। চট করে বিচ্ছেদ করে দেয়, স্মরণ-ই করেনা। জ্ঞানের দুটো শব্দও ধারণ করেনা। আমরা সদ্গুরুর পৌত্র অথবা দাদার পৌত্র। ওঁনার কাছ থেকেই পুরুষার্থ করে উত্তরাধিকার নিই। লৌকিক বাবার উত্তরাধিকার অথবা প্রপার্টি (সম্পত্তি) তো ভাগ করে দিতে হয়। এখানে ভাগাভাগির করার জিনিস নেই, এখানে পুরুষার্থ করতে হয়। তোমাদের মুন (চাঁদ) ইত্যাদি স্থানে প্লট কিনতে হবে না। এখানে তোমরা রাজত্বের মালিক হও। পার্ট তো এখানেও প্লে করতে হবে। তোমাদের চাঁদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, একে সাইন্সের অহংকার বলা হয়। অতি অহংকারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কত কি বেরিয়েছে। হাজার লক্ষ মাইল মহাকাশে চলে যায়। এমনকি ওরা জানে যে ওরা কতদূর ভ্রমণ করেছে এবং চাঁদে কী আছে ? চাঁদ তো শীতল না ! সূর্যের দিকে গেলে তখন ওরা গরম তাপ অনুভব করবে। সাইন্সের কত অহংকার। নামও রেখেছে রকেট। বাবা বুঝিয়েছেন - আত্মা হলো সবচেয়ে বড় রকেট। আত্মা তো একটা বিন্দু। এর ওজন কত হবে? এই বিন্দুর মধ্যে অনেক নলেজ রয়েছে। এক সেকেন্ডেই কোথা থেকে কোথায় উড়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করল আর সেকেন্ডে উড়ে গেল। যারা তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন হবে তারাই এটা বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে সক্ষম হবে। শিববাবাও বিন্দু। লিঙ্গ স্বরূপ বললে বলবে এতো বড় আত্মা তো হয় না, না পরমাত্মা এমন হবে। তারপর ওরা বলে - পরমাত্মা তো ব্রহ্ম। কিছুই জানা নেই । যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সম্মুখে না আসবে ততক্ষণ পরমাত্মার নাম-রূপ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবে না। যতই আমরা শিববাবার চিত্র দেখাই না কেন কিন্তু এমন তো নয়। তিনি তো বিন্দু স্বরূপ, কিন্তু বিন্দুকে পূজা কিভাবে করবে, ফুল ইত্যাদি কিভাবে অর্পণ করবে? সেইজন্যই ভক্তি মার্গে পূজার জন্য মন্দিরে বড় লিঙ্গের রূপ তৈরি করে দিয়েছে।

আচ্ছা, বাবা বলেন কারো বুদ্ধিতে যদি এই জ্ঞান না ধারণ হয় তবুও বুঝতে পেরেছো তো যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, ঠাকুরদাদার পৌত্র-পৌত্রী। উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান হলেন শিব। ওঁনার রচনাকে তো গডফাদার বলা যায় না। আমরা ওঁনার পৌত্র। উনি বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরাও জানো যে আমরা এখন তমোপ্রধান শ্যাম বর্ণের হয়ে গেছি। বাবার কাছে সতোপ্রধান গৌর বর্ণের হচ্ছি। কাম চিতায় বসে সবাই কালো হয়ে যায়। শ্যাম তারপর সুন্দর হয়ে ওঠে। এখন আবারও সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এক মুসাফির কতজনকে সুন্দর করে তোলেন, বিশ্বের মালিক বানান। তিনি শুধু বলেন - আমি বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তা না হলে বর্সা কিভাবে পাবে? বিকর্ম বিনাশের জন্য যোগ অগ্নি চাই। ক্ষণে-ক্ষণেই স্মরণ করতে হবে। কেউ মনে করে - আমরা তো বাচ্চাই ! কিন্তু সারাদিন স্মরণ না করলে তো বিকর্ম বিনাশ হবে না, খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে না। ২০-২৫ বছর ধরে আছে তাদের বুদ্ধিতেও এই কথা বসে না। ভুলে যায়, তারপর পুরানো দুনিয়াতে গিয়ে ভাগ্যের উপর রেখা টেনে দেয়। মা-বাবার কোলে আসলেই ভাগ্য শুরু হয়। মাম্মা-বাবা বলে তোমরা স্বর্গের অধিকারী তো হয়েছ না। প্রজারাও বলে - আমাদের হিন্দুস্তান সবার উপরে। সবার উপরে হলে এতো ঋণ কেন, কেন এতো কাঙাল হয়ে গেলো? এখান থেকে বিপুল

পরিমাণ সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে গেছে। কারখানায় প্রচুর রাজস্ব অর্জিত হয়। কারখানা না থাকলে কেউ-ই চাকরি পাবে না। চাকরি না পেলে জীবিকা নির্বাহ কিভাবে হবে? দুঃখী হয়ে পড়েছে তাই ভারতের জন্য অনেক যুক্তি (কৌশল) তৈরি করা হয়েছে । এই কৌশল তৈরি করা হয়েছে যাতে বাচ্চারা অধিক দুঃখ অনুভব না করে। এখান থেকে অনেকেই বাইরে চলে যায় চাকরি করার জন্য, কেননা সেখানে তারা অনেক অর্থ উপার্জন করে। বাবা বলেন আমার তো কাঁটাদের প্রতিও ভালোবাসা আছে। সমস্ত পতিতদের এসে পবিত্র করে তুলি। কাঁটার প্রতি ভালোবাসা আছে সুতরাং কাঁটা থেকে যারা ফুল হয় তাদের প্রতিও ভালোবাসা আছে। ড্রামা অনুসারে সবাইকে সদ্গতি দিই। সবার সদ্গতি দাতা রাম... তো সবার প্রিয় হবে না! এতে কাঁটার পাশাপাশি ফুলও আছে। নিয়ম অনুসারে স্বর্গ স্থাপনা হয় অতএব উনি তোমাদের এর যোগ্য করে তোলেন। আহ্বান করে বলে না - পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করে তোলো। এখন তোমরা জানো পতিত-পাবন বাবা এসেছেন। বিশেষ করে ভারতকে এবং বিশ্বকে পবিত্র করে তুলতে। সর্বোদয়া লিডার নাম রাখা হয়েছে। এই নাম ওরা নিজেদের উপরেই রেখেছে, যেমন শ্রী শ্রী ১০৮ বলা হয়। সর্ব অর্থাৎ সব। কোনো মানুষই কারো সদ্গতি করতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) দেহ-বোধকে ভোলার জন্য বেঁচে থেকেও মরে যেতে হবে। আমি মরলে আমার জন্য দুনিয়াও মৃত। বারে বারে এই দেহ থেকে পৃথক (ডিট্যাচ) হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে।

২ ) আমরা হলাম ঠাকুরদাদার পৌত্র। আমাদের উপযুক্ত হয়ে ওঁনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। আত্মাকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র করে তুলতে হবে। খুশিতে থাকতে হবে।

*বরদানঃ-* অশান্তি বা হাঙ্গামার (গন্ডগোল) মধ্যেও শান্তি কুন্ডের অনুভূতি করিয়ে শান্তি স্বরূপ ভব

যখন কোনো স্থানে হাঙ্গামা হয়, তখন ঐ হাঙ্গামার সময় শান্তির শক্তির কামাল দেখাও । সবার বুদ্ধিতে আসে যেন এখানে তো শান্তির কুন্ড বিরাজ করছে, শান্তি কুন্ড হয়ে শান্তির শক্তি ছড়িয়ে দাও, শান্তি স্বরূপ হয়ে শান্তি কুন্ডের অনুভব করাও। ঐ সময় বাচা সেবা (কথার মাধ্যমে) করতে পারবে না। কিন্তু মনসা দ্বারা শান্তি কুন্ডের প্রত্যক্ষতা করাতে পারো। প্রত্যেকেরই এই ভাইব্রেশনের অনুভব যেন আসে যে এখানেই শান্তি পাওয়া যাবে। সুতরাং এই রকম বায়ুমণ্ডল বানাও।

*স্লোগানঃ-* নিজের আর সকলের চিন্তাকে মেটানোই হলো শুভচিন্তক হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;